গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ৩২ সংখ্যা ২৮ মার্চ ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অবিলম্বে ইরাক ছাড়ো

এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী জোট ইরাকে ব্যাপক হারে যে হত্যা ও ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার জানিয়ে এস ইউ সি আই সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জী ২৪ মার্চ এক বিবৃতিতে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের অবিলম্বে ইরাক ছেড়ে চলে যাওয়ার দাবি জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক সমস্ত আইন ও রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের সুস্পষ্ট অভিমতকে সম্পূর্ণ লংঘন করে যে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন তারা চালিয়ে যাচ্ছে তার নিন্দা করতে বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে অস্বীকার করেছে, তাকে ধিক্কার জানিয়ে কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে কমরেড নীহার মুখার্জী দাবি তুলেছেন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের তোষামোদ করে চলার ধ্বংসাত্মক নীতি অবিলম্বে ভারত সরকারকে পরিত্যাগ করতে হবে, দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই আগ্রাসনের নিন্দা করতে হবে, ইরাকের জনগণের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াতে হবে, এমনভাবে বিশ্বজনমত সংগঠিত করতে উদ্যোগী হতে হবে যা অবিলম্বে ইরাক পরিত্যাগ করতে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের বাধ্য করে। ইরাক থেকে আমেরিকা ও ব্রিটেনকে অবিলম্বে চলে যেতে বাধ্য করার জন্য কমরেড মুখার্জী এই দুই দেশের

আটের পাতায় দেখুন

বাগদাদ, ২৩ মার্চ, ২০০৩

খুনী শিশুঘাতী বুশ-ব্লেয়ার

ইরাক আবার আক্রান্ত। মার্কিন-ব্রিটিশ শাসকরা ইরাকে যা চালাচ্ছে, তা যুদ্ধ নয়, একেবারে খোলাখুলি অপর দেশে আগ্রাসন। অতীতে আমাদের দেশে যেভাবে ডাকাতের দল আগে খবর পাঠিয়ে কোন জনপদে হত্যা ও লুঠ চালাত, মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী আধুনিক লুঠেরারাও তেমনই আগাম জানান দিয়ে ২০ মার্চ ঝাঁপিয়ে পড়েছে ইরাকে। তারা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছে, একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে তারা খুন করবে, খুন করার লক্ষ্য নিয়েই তারা ইরাকি প্রেসিডেন্টের বাসভবনে ক্ষেপণাস্ত্র চালিয়েছে। এর থেকে নগ্ন গুণ্ডামি আর কী হতে পারে !

অতীতের 'অসভ্য' ডাকাতরা এ কথা বলত না যে, তারা লুঠ-খুন করছে লুণ্ঠিত ও নিহতদের স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। আজকের 'সভ্য' দস্যুরা বলছে, এই ভয়াবহ আক্রমণ তারা চালাচ্ছে ইরাকের জনগণকে সাদ্দাম হুসেনের স্বৈরাচারী শাসন থেকে স্বাধীনতা দেওয়ার জন্য। জর্জ বুশ ও টনি ব্লেয়ার বলছে —"ইরাকের জনগণ, তোমাদের ঘর-বাড়ি স্কুল-হাসপাতাল ধ্বংস হয় হোক, তোমাদের সন্তান-পিতা-মাতা মরে শেষ হয়ে যাক, দুঃখ কোরো না, সাদ্দামকে সরাতে পারলেই আমরা ইরাকের সব কিছু নতুন করে গড়ে দেব, সোনায় মুড়ে দেব ইরাককে।" কেমন সেই স্বাধীনতা ? কেমন সেই নতুন গড়ে দেওয়া ? কাছেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত আফগানিস্তানের দৃষ্টান্ত মজুত রয়েছে। পুতুল রাষ্ট্রপতি হামিদ কারজাই আফগানিস্তানের পুনর্গঠনের জন্য প্রতিশ্রুতি মত অর্থসাহায্য চাইতে ওয়াশিংটন গিয়েছিলেন। ভিক্ষা মেলেনি, বদলে জুটেছে হুমকি। রাজারা মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলেছে, ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে কাঁদুনি গাইতে কারজাই যেন আমেরিকায় আর না যান।

ইরাকের জনগণ আফগানিস্তানের অভিজ্ঞতার কথা হয়তো জানে না,

আটের পাতায় দেখুন

(উপরে) কলকাতায় মার্কিন দপ্তরের সামনে ২০ মার্চ, ২০০৩ এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভে পুলিশের লাঠি।
(নীচে) ২২ মার্চ আমেরিকার সানফ্রানসিসকোয় মহিলা বিক্ষোভকারীর উপর পুলিশি নির্যাতন।

আমডাঙ্গায় কে কে এম এস-এর বিক্ষোভ

খাজনা বৃদ্ধি, কৃষিতে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি, বি পি এল তালিকায় দুর্নীতির প্রতিবাদে এবং সার-কীটনাশক-বীজ-ডিজেলের দাম কমানো ও কৃষকের ফসলের ন্যায্য দামের দাবিতে ১৩ মার্চ সারা ভারত কৃষক ও ক্ষেতমজুর সংগঠনের আমডাঙ্গা ব্লক কমিটির ডাকে বিডিও অফিস অভিযান সংগঠিত হয়। বিডিও অফিসের সামনে চার শতাধিক কৃষক ও সাধারণ মানুষের সমাবেশে কে কে এম এস-এর জেলা সম্পাদক কমরেড গোপাল বিশ্বাস ও কমরেড বিকাশ দাস বক্তব্য রাখেন। কমরেড নিজাউদ্দিনের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল বিডিও'র কাছে স্মারকলিপি পেশ করেন। সমগ্র কর্মসূচির মধ্য দিয়ে এলাকায় জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হয়।

গোসাবায় কেরোসিন-দুর্নীতির প্রতিবাদে বিডিও ঘেরাও

দীর্ঘদিন ধরে গোসাবায় কেরোসিন তেলের ডিলাররা মাথাপিছু মাসিক ৮০০ গ্রামের পরিবর্তে ৬০০/৭০০ গ্রাম তেল দিচ্ছে। দাম নিচ্ছে ৯.৫০ টাকার জায়গায় ১০.৫০ টাকা লিটার। তার রসিদও তারা দেয়না। এর বিরুদ্ধে জনস্বার্থ রক্ষা কমিটির নেতৃত্বে ১২ মার্চ তিন শতাধিক মানুষ প্রায় ৪ ঘণ্টা বিডিও-কে ঘেরাও করে রাখে। নেতৃত্ব দেন তাপস সরকার সহ গৌর বর্মন, মঞ্জু দাস, গৌতম দত্ত, অহীন্দ্র মণ্ডল, দিলীপ মণ্ডল, ভবতোষ হালদার, সুজিৎ ধাড়া, জীতেন খাটুয়া। অবশেষে বিডিও নতুন কার্ডে রেশন দেওয়া ও আগামী ২০ দিনের মধ্যে ডিলারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিলে ঘেরাও তুলে নেওয়া হয়।

শিলাবৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মানুষকে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দিতে হবে

হুগলিতে বিক্ষোভ

গত ১২ মার্চ ভয়াবহ শিলাবৃষ্টির পর রাজ্য সরকার কাগজে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া বাস্তবে কিছু করেনি। তাই দুর্গত অসহায় মানুষের বাঁচার দাবিগুলি নিয়ে হুগলি জেলা এস ইউ সি আই-এর হরিপাল লোকাল কমিটি ও সিঙ্গুর লোকাল কমিটি নিম্নলিখিত আট দফা দাবিতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ও বিডিও এবং জেলা শাসকের কাছে গণডেপুটেশনের কর্মসূচি নিয়েছে।

বিষ্ণুপুরে বিক্ষোভ

ভয়াবহ শিলাবৃষ্টি ও ঝড়ে বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর, জয়পুর, কোতুলপুর ও ওন্দা ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকায় ব্যাপক পরিমাণ ক্ষতি হয়, কয়েক হাজার বাড়ি ঘর ধ্বংস হয়ে যায়, বহু গবাদি পশু মারা যায়, বহু মানুষ আহত হন এবং লক্ষ লক্ষ টাকার ফসল নষ্ট হয়ে যায়। অসহায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষতিপূরণের দাবিতে এস ইউ সি আই বিষ্ণুপুর অর্গানাইজিং কমিটির উদ্যোগে গত ২১ মার্চ এস ডি ও অফিসে বিক্ষোভ ডেপুটেশন সংগঠিত হয়। ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত পরিমাণ ত্রাণ, দলবাজি রুখতে তদারকি কমিটির মাধ্যমে ত্রাণ বন্টন সহ কয়েক দফা দাবি পেশ করা হয়। দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর না হলে বিক্ষোভকারীরা বৃহত্তর আন্দোলনের আহ্বান জানান। প্রতিনিধিদলে ছিলেন, কমরেডস দিলীপ কুণ্ডু, সেখ মহম্মদ ইদ্রিস, জয়দেব গোস্বামী, গোপাল রায় ও কানাই সাঁতরা।

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদকের বিবৃতি

এস ইউ সি আই-এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

"গত ১২ মার্চ ব্যাপক শিলাবৃষ্টি, ঝড় ও বৃষ্টিপাতের ফলে হুগলি জেলায় প্রাণহানি ছাড়াও বিস্তীর্ণ অঞ্চলে আলু, সব্জি ও নানা ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে, বহু বাড়িও ধ্বংস হয়েছে। এর ফলে হাজার হাজার পরিবার একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছে। বাঁকুড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা এবং মেদিনীপুর জেলার কিছু কিছু এলাকায়ও বিপুল ক্ষতি হয়েছে।

এই অবস্থায় আমরা দাবি করছি—

১। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য অবিলম্বে রাজ্য সরকার থেকে পর্যবেক্ষক দল পাঠাতে হবে,

২। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও আর্থিক পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং সমস্ত ঋণ মকুব করতে হবে,

৩। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ত্রাণকার্যের ব্যবস্থা করতে হবে।

মেছেদায় যুদ্ধবিরোধী মিছিল

সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ যুদ্ধবিরোধী মিছিলে সামিল হচ্ছেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রতিবাদকে উপেক্ষা করে আমেরিকা যেভাবে ইরাকের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছে তা এককথায় বর্বরোচিত। গত ১৭ মার্চ পূর্ব-মেদিনীপুর ডি এস ও, ডি ওয়াই ও এবং মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের ডাকে প্রায় তিন শতাধিক ছাত্র-যুব, মহিলা মেছেদায় সুসজ্জিত এক যুদ্ধবিরোধী মিছিলে সামিল হয়। যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল ধিক্কার জানিয়ে তমলুক-মেছেদা-হাই রোড সংলগ্ন মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত পথসভায় যুদ্ধবাজ বুশের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়। এই সভায় বক্তব্য রাখেন কমরেড সুব্রত দাস ও কমরেড তমাল সামন্ত।

মুর্শিদাবাদে এম এস এস-এর সভা

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটির উদ্যোগে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাকে যুদ্ধের প্রতিবাদে 'যুদ্ধবিরোধী' দিবস পালিত হল। যুদ্ধের বিরুদ্ধে শান্তি আন্দোলন এবং সমস্ত রকম সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে সংগঠনের উদ্যোগে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভার প্রধান বক্তা ছিলেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড সাধনা চৌধুরী। এছাড়া জেলা সম্পাদিকা কমরেড প্রতিমা সিরাজ ও জেলা সভানেত্রী কমরেড অনুরাধা মণ্ডল বক্তব্য রাখেন। সভাশেষে একটি সুসজ্জিত যুদ্ধবিরোধী মহিলা মিছিল শহর পরিক্রমা করে।

পরদিন ৯ মার্চ সংগঠনের রাণীনগর কমিটির পক্ষ থেকে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভানেত্রী ছিলেন এস ইউ সি আই-এর জেলা কমিটির সদস্য কমরেড খাদিজা বানু। সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন কমরেড সাধনা চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন কমরেড আরতি মণ্ডল, কমরেড প্রতিমা সিরাজ প্রমুখ। সভাশেষে ২৫ জন মহিলাকে নিয়ে আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়।

১৭ মার্চ কলেজ স্ট্রীটে এম এস এস, ডি এস ও, ডি ওয়াই ও, ইউ টি ইউ সি-এল এস এবং কে কে এম এস-এর যুদ্ধবিরোধী মিছিল

২০ মার্চ, ২০০৩, পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে বিক্ষোভ

২০ মার্চ, ২০০৩, নদীয়ার কৃষ্ণনগরে বিক্ষোভ

জামশেদপুরে যুদ্ধবিরোধী সভা

২০ মার্চ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক আক্রমণের অব্যবহিত পরে ঐদিনই ঝাড়খণ্ড রাজ্যের জামশেদপুরের সাকচী বাজার মাস্টার অফিসের সামনে এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে যুদ্ধবিরোধী সভা হয়। বহু মানুষ সভায় দাঁড়িয়ে বক্তব্য শোনেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন এস ইউ সি আই ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড বিজন দাস। এছাড়াও কমরেড বিষ্ণুদেও গিরি, কমরেড লিলি দাস ও কমরেড সুমিত বক্তব্য রাখেন।

নারী নির্যাতনের প্রতিবাদে খড়দহ বন্‌ধ

খড়দহের পাতুলিয়ায় আদিবাসী মহিলা ধর্ষণের প্রতিবাদে, রাজনৈতিক রং না দেখে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি সুনিশ্চিত করতে এস ইউ সি আই উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির ডাকে ১৫ মার্চ ১২ ঘণ্টার খড়দহ বন্‌ধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়েছে। সি পি এম পুলিশের সহায়তায় বন্‌ধ ভাঙার চেষ্টা করেছে এবং গ্রামবাসীরা ও আক্রান্ত পরিবার যাতে এই বর্বরোচিত ঘটনার বিরুদ্ধে মুখ না খোলে তার জন্য ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে।

১৪ মার্চ মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলানেত্রী কমরেড কল্পনা রায়ের নেতৃত্বে এস ইউ সি আই-এর এক প্রতিনিধি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান। প্রতিনিধি দলে ছিলেন কমরেড রিজিয়া খাতুন ও কমরেড সাবিনা ইয়াসমিন। ভীত, সন্ত্রস্ত গ্রামবাসী এবং আক্রান্ত পরিবারের সদস্যদের ও বর্বরোচিত ঘটনার শিকার আদিবাসী মহিলার সাথে তাঁরা কথা বলেন। এই ঘটনার উপযুক্ত তদন্তের ও দোষীদের শাস্তির দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে দলের জেলা কমিটির পক্ষ থেকে।

রাজ্য বাজেটে পরিসংখ্যানের কারচুপি ও মিথ্যাচার

বিগত আশির দশকের মাঝামাঝি বছরের পর বছর 'ঘাটতি শূন্য' বাজেট পেশের যে ভেলকি রাজ্যের অর্থমন্ত্রী দেখিয়েছিলেন, সে পথ ছেড়ে গত বছর বাজেটে তিনি মাত্র ৮ কোটি টাকা ঘাটতি দেখিয়েছিলেন এবং এক বছরের মধ্যে তা বেড়ে এ বছরে ৭৯৩ কোটি টাকার বিশাল ঘাটতি বাজেট পেশ করেছেন। ঘাটতিশূন্য বাজেটের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে না পারলেও অতীতের ঘাটতিশূন্য বাজেটের পিছনে যে পরিসংখ্যানের কারচুপি এবং কৌশলী মিথ্যাচারের আশ্রয় তিনি নিতেন, সেই ধারাটি তিনি এবারও বজায় রেখেছেন।

পরিসংখ্যানের কারচুপি কৌশলী মিথ্যাচার

অসীমবাবু বলেছেন, গত বছর রাজ্যের মোট উৎপাদন বেড়েছে ৭.৬ শতাংশ যা সর্বভারতীয় গড় ৪.৪ শতাংশের চেয়ে অনেক বেশি। কিন্তু গোলমালটা ধরা পড়ে অন্যত্র। যেহেতু উৎপাদন থেকেই রাজস্ব আসে তাই উৎপাদন বৃদ্ধি পেলে স্বাভাবিকভাবে সরকারের রাজস্ব আদায়ও বাড়ার কথা। অথচ এবারেও তা হয়নি। বাজেটের হিসাবে তিনি দেখিয়েছেন গত বছর সংশোধিত হিসাবে রাজস্ব আদায় অনুমিত হিসাবের চেয়ে ১৬৫৫ কোটি টাকা কম হয়েছে। একমাত্র বিক্রয় করই আদায় হয়েছে ৬০০ কোটি টাকা কম। রাজ্যে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে রাজস্ব আদায় কী করে কমে তা অর্থমন্ত্রীই বলতে পারেন।

অর্থমন্ত্রী বলেছেন, গত বছর বাজেটে অনুমিত ঘাটতি ছিল ৮ কোটি টাকা। ভারতের মহাগাণনিকের (কম্পট্রোলার এ্যাণ্ড অডিটর জেনারেল) হিসাব মতো বছরের শেষ দিনে এই ঘাটতি ছিল ৭ কোটি টাকা। পরের লাইনেই তিনি বলেছেন — "বলা উচিত যে...এই সময়েই রাজ্য সরকারকে ওভার ড্রাফট নিতে হয় ১,৩১৫ কোটি টাকার...।" ওভারড্রাফট মানে ধার। জনগণের সরকারের জনদরদী অর্থমন্ত্রীর ঔচিত্যবোধ আর একটু প্রখর হলে তাঁর বলা উচিত ছিল প্রকৃত ঘাটতি ছিল (১৩১৫+৭) ১৩২২ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১,৩১৫ কোটি টাকা ধার করে সেটা আয় হিসাবে তাঁরা খাতায় দেখিয়েছেন। তাহলে দেখা যাচ্ছে সবই তিনি বলেছেন, কিন্তু বলেছেন এমন কায়দায় যাতে সত্য সকলের বোধগম্য হবে না। এভাবে বলা মিথ্যাচারের চেয়েও বড় অপরাধ নয় কি?

পরিকল্পনা ব্যয়ের হিসাব দিতে গিয়েও অর্থমন্ত্রী সত্য গোপন করেছেন বা অর্ধসত্য বলেছেন, যা মিথ্যার চেয়েও প্রতারণাপূর্ণ। তিনি বলেছেন পরিকল্পনা ব্যয় ৩৭৯৪ কোটি থেকে বাড়িয়ে ৩৮৯৪ কোটি করেছেন, অর্থাৎ ১০০ কোটি টাকা বাড়িয়েছেন। এর দ্বারা তিনি দেখাতে চেয়েছেন আর্থিক টানাটানির মধ্যেও রাজ্য সরকার উন্নয়নের প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কারণ পরিকল্পনা ব্যয় উন্নয়নের জন্যই খরচ হয়। কথাটা অর্ধসত্য। পুরো সত্যটা হল, গত বছর বাজেটে পরিকল্পনা খাতে তারা ৬৭৯৭ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিলেন। পরে অর্ধেক ছাঁটাই করে তাঁরা সেটাকে ৩৭৯৪ কোটি টাকাতে নামিয়ে আনেন। এবারে সেই ছাঁটাই অঙ্কের ওপর মাত্র ১০০ কোটি টাকা বাড়িয়ে তিনি উন্নয়নের পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছেন। আসলে পরিকল্পনা খাতে গতবারের বাজেট-বরাদ্দ ৬৭৯৭ কোটি টাকা থেকে এবারে (৬৭৯৭ - ৩৮৯৪) ২৯০৩ কোটি টাকা তাঁরা কমিয়েছেন। একইভাবে বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে গতবছরেই পরিকল্পনা ব্যয়বরাদ্দ ১২৯১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা থেকে কমিয়ে তিনি ৮৯২ কোটি টাকা করেছিলেন, এখন ১২৪৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করে তিনি 'ব্যয়বৃদ্ধি করার প্রস্তাব' পেশ করেছেন, যা গত বারের মূল বরাদ্দ থেকে (১২৯১ - ১২৪৬) ৪৫ কোটি টাকা কম। এর ওপর মূল্যবৃদ্ধিকে হিসাবে নিলে প্রকৃত বরাদ্দ আরও কমে যাবে।

শিক্ষা স্বাস্থ্য পরিবহনে পরিকল্পনা ব্যয় ছাঁটাই

জনকল্যাণমূলক এই তিন খাতে তিনি পরিকল্পনা ব্যয়ের অঙ্কটা বলেছেন। কিন্তু তা যে গতবারের বরাদ্দের চেয়ে অনেক কম সেটা চেপে যাওয়ার জন্য গতবারের বরাদ্দ কত ছিল তা উল্লেখই করেননি। তিনি বলেছেন শিক্ষা খাতে পরিকল্পনা ব্যয়বরাদ্দ করেছেন ৯৩ কোটি টাকা, যা বলেননি তাহল গত বছর বরাদ্দ ছিল ২৫৭ কোটি টাকা। সড়ক ও পরিবহনে ব্যয় ৯৩৩ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ৫৭৫ কোটি টাকা, স্বাস্থ্য খাতে ৩১৯ কোটি টাকা থেকে কমিয়ে ২১৮ কোটি টাকা করেছেন। এমনিতেই এসব খাতে ব্যয়বরাদ্দ প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। সেই বরাদ্দটুকু ছাঁটার কথা একমাত্র তাঁরাই ভাবতে পারেন জনগণের প্রতি যাঁদের কোন দরদই নেই।

কৃষি ও কর্মসংস্থান — অর্থমন্ত্রী যা বলেননি

কৃষি উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাফল্য নিয়ে বামফ্রন্ট সবচেয়ে বেশি প্রচার করে থাকে। তাঁর ভাষায় — এ রাজ্যে "সম্প্রতি মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন রাজ্যের মোট খাদ্যশস্যের প্রয়োজনকে অতিক্রম করেছে। চাল উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গের স্থান সমস্ত রাজ্যের মধ্যে প্রথম।" "আলু উৎপাদনেও...সমস্ত রাজ্যগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থানে।" রাজ্যে "খাদ্যশস্যের প্রয়োজন ১৫৭ লক্ষ টন, উৎপাদন ১৬৫ লক্ষ টন।" এই প্রয়োজন কথাটা রাজ্যের মোট জনসংখ্যা হিসাবে ধরে প্রয়োজন, নাকি কেবলমাত্র যারা খাদ্যশস্য ক্রয়ে সক্ষম তার সংখ্যা ধরে প্রয়োজন তা অর্থমন্ত্রী পরিষ্কার করেননি। সরকারি হিসাবে এ রাজ্যে ২৬ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে, বাজার দরে খাদ্যশস্য কেনার পয়সা তাদের নেই। রাজ্যের পশ্চাদপদ জেলাগুলির লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে দু-বেলা ভাত আজও স্বপ্ন। যদি এই মানুষগুলিকে বাদ দিয়ে সরকার 'প্রয়োজন' ধরে থাকেন, তাহলে আলাদা কথা।

তার ওপর অর্থমন্ত্রী যা বলেননি তা হল — এবছর ধান ও আলুচাষি বাজারে দর না পেয়ে কপাল চাপড়াচ্ছে, গরিব চাষি সর্বস্বান্ত হয়ে গিয়েছে।

তিনি বলেছেন বর্তমান বছরে নাকি সাত লক্ষ কর্মসংস্থান তাঁরা করবেন। কেন্দ্রের বাজপেয়ী সরকার বছরে এক কোটি নতুন চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এসব প্রতিশ্রুতি যতই শ্রুতিনন্দন হোক এর বাস্তব মূল্য কিছু নেই। অর্থমন্ত্রী নিজেই স্বীকার করেছেন এ রাজ্যে ১৯৯১ থেকে ২০০২ পর্যন্ত দশ বছরে ৬৫৮টি বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পে ২২,১০১ কোটি টাকা বিনিয়োগ হওয়ায় ৮৯ হাজার সরাসরি কর্মসংস্থান হয়েছে। অর্থাৎ বছরে ৮৯০০টি নতুন চাকরি সরাসরি হয়েছে। তাহলে হঠাৎ করে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতির এমনকি উন্নতি ঘটল যে তিনি বর্তমান এক বছরেই সাত লক্ষ কর্মসংস্থান করবেন বলে ঘোষণা করলেন? এর থেকেও বড় কথা এর পাশাপাশি যে জিনিস তিনি একেবারেই উল্লেখ করেননি, তা হচ্ছে গত দশ বছরে এ রাজ্যে কত কলকারখানা বন্ধ হয়েছে, কত শ্রমিক ছাঁটাই ও ভি আর এসের কোপে

আটের পাতায় দেখুন

পুনরায় ভাড়াবৃদ্ধির প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি

(এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৪ মার্চ নিম্নের চিঠিটি মুখ্যমন্ত্রীকে পাঠিয়েছেন।ঃ

আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, কিছুদিন আগে সর্বশেষ অত্যধিক পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির সময় পরিবহন মন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন, এমনভাবে ভাড়া বাড়ানো হয়েছে যে ভবিষ্যতে ডিজেলের দাম বাড়লেও যাতে আবার ভাড়া বাড়ানোর প্রয়োজন না হয়। অথচ এটা খুবই উদ্বেগের বিষয় যে, তেলের দাম বৃদ্ধির অজুহাত তুলে সরকার পুনরায় ভাড়া বাড়াতে চলেছে।

আপনি জানেন, আন্তর্জাতিক মূল্যের চেয়েও এই দেশে তেলের দাম আরও বাড়ে যেহেতু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার অধিক পরিমাণে ট্যাক্স ও সেস্ চাপায়। আপনার সরকার এই ট্যাক্স ও সেস্ প্রত্যাহার করে কেন্দ্রীয় সরকারকেও প্রত্যাহার করানোর জন্য চাপ দিতে পারে। আপনারা জনস্বার্থে তা করছেন না কেন ?

ডিজেলের দাম কিছু বাড়ছে বলেই বাস মালিকদের লোকসান হবে এবং ভাড়া বাড়াতে হবে, এই বক্তব্য একেবারেই সত্য নয়। মালিকদের আব্দার মত রাজ্য সরকার বার বার ভাড়া বাড়িয়ে মালিকদের অত্যধিক লাভের সুযোগ করে দিয়েছে। মালিকরা যাত্রীদের সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে কোন ভ্রূক্ষেপ করে না, জীবন হাতে নিয়ে প্রতিদিন গাদাগাদি করে তাদের যেতে হয়, বাস শ্রমিকদেরও চাকুরির স্থায়িত্ব ও উপযুক্ত মজুরি দেয় না। ফলে ডিজেলের দাম বৃদ্ধির ফলে বড়জোর তাদের বিপুল লাভের পরিমাণ কিছু কমতে পারে, কিন্তু লোকসানের কোন প্রশ্ন নেই। তাছাড়া, সর্বশেষ তেলের দাম বৃদ্ধির পর বেশ কয়েকদিন কেটে গেছে, তাহলে জনগণকে কি এটা বিশ্বাস করতে হবে, মালিকরা লোকসান করেই এই কয়দিন বাস চালাচ্ছে ? আপনার সরকার স্টেট বাসের সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়ে প্রাইভেট মালিকদের হাতেই যাত্রী পরিবহন মূলত তুলে দিয়েছে, আর স্টেট বাস যাও চলে, সেটা বেশির ভাগ অত্যধিক ভাড়ায় স্পেশাল বাস হিসাবেই চলে। এছাড়া বার বার স্টেজ ভেঙে দূরত্ব কমিয়ে ভাড়ার পরিমাণ বাড়িয়েছেন। এ সবই করেছেন বাস মালিকদের অত্যধিক মুনাফার স্বার্থে।

আপনি জানেন, ধনী ব্যক্তিরা নিজস্ব গাড়িতে এবং স্পেশাল বাসে যাতায়াত করে। কিন্তু তীব্র আর্থিক সংকটে জর্জরিত মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও গরিবরাই সাধারণ বাসে যাতায়াত করে। পুনরায় এই ভাড়াবৃদ্ধি তাদের সংকট আরো কত তীব্রতর করবে, এটা ভেবে দেখেছেন কি ?

এটা দেখা যাচ্ছে, রাজ্য সরকার ভাড়ার প্রশ্নে যাত্রী প্রতিনিধিদের মতামত নেওয়ার কোন প্রয়োজনবোধ করে না। বাস মালিকদের সাথে সরকারের বোঝাপড়া মতো মালিকরা ভাড়াবৃদ্ধির দাবি জানায়, বাস বন্ধ করে এবং এই নাটকের পর সরকার ভাড়া বাড়ায়। এবারও তাই করছে। এটা রাজ্য সরকারের অগণতান্ত্রিক ও যাত্রীস্বার্থবিরোধী মনোভাবের পরিচায়ক।

আপনাকে একথাও স্মরণ করানো দরকার, ডিজেলের দাম বাড়ানো সত্ত্বেও ভারতবর্ষের বেশ কিছু রাজ্যে এত ভাড়া বাড়ানো হয় না। সেই সব রাজ্যে ভাড়া বাড়ালে আমাদের দল এস ইউ সি আই আন্দোলন করেই, এমনকি আপনাদের দল সি পি এম-ও প্রতিবাদ জানায়। এটা কি সি পি এমের দ্বিচারিতা নয় ?

এই অবস্থায় আমরা দাবি করছি ঃ—

১) পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে হবে।

২) সকল রাজনৈতিক দল, যাত্রী কমিটিগুলির প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞদের নিয়ে কমিটি গঠন করে বাস মালিকদের প্রকৃত আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করতে হবে।

৩) বাস মালিকরা যাতে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্যের উপযুক্ত ব্যবস্থা করে এবং বাস শ্রমিকদের দাবিগুলি মানে, সরকারকে সেটা দেখতে হবে।

৩৮তম ভারতীয় শ্রম সম্মেলনে ইউ টি ইউ সি-লেনিন সরণীর বক্তব্য

[ভারতীয় শ্রম সম্মেলনের (ILC) ৩৮তম অধিবেশনের আলোচনাপত্রের উপর ইউ টি ইউ সি- লেনিন সরণীর সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতি কমরেড আশুতোষ ব্যানার্জী এবং সম্পাদক কমরেড সুনীল মুখার্জী লিখিত বক্তব্য পেশ করেন। এর প্রথম অংশ গণদাবী'র গত সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়েছে। শেষ অংশ এবারে দেওয়া হল।— সম্পাদক, গণদাবী]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

বিষয়-২ঃ সামাজিক সুরক্ষা জাল

(২.১ থেকে ২.৫) আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ — যার মধ্যে অসংগঠিত ক্ষেত্রেই রয়েছে ৯০ ভাগেরও বেশী মানুষ — তাদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা একটি ইস্যু। আর কালক্ষেপ না করে দ্রুত এর মীমাংসা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থা (ILO) প্রণীত নিয়ম নির্দেশিকার উল্লেখ করা প্রয়োজন। তা এরকম ঃ

i) সামাজিক সুরক্ষার লক্ষ্য হল, এ ধরনের সুরক্ষা যাদের প্রয়োজন তাদের জন্য একটা ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা করা;

ii) সমস্ত পেশায় নিযুক্ত শ্রমিকদের জীবন ও স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য উপযুক্ত রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা; এবং

iii) শিশু কল্যাণ ও মাতৃত্ব সুরক্ষার ব্যবস্থা; উপযুক্ত পুষ্টি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা, বিনোদনের সুযোগ ও কল্যাণের ব্যবস্থা করা।

আমাদের দেশে, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে আই এল ও নির্দেশিত এই মানের রূপায়ণ কোথাও ঘটেনি। এই প্রসঙ্গে আমাদের দেশে প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনাগুলির দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে।

(৩) এদেশে প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষা আইনের অধীনে সামাজিক সুরক্ষা পরিকল্পনাগুলিকে ব্যাপক অর্থে দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। যথা অংশদানভিত্তিক (contributory) এবং অংশদানভিত্তিক নয় এমন (non-contributory)। অংশদান-ভিত্তিক প্রকল্পগুলিতে নিয়োগকর্তা এবং নিযুক্ত শ্রমিক কর্মচারী উভয়কেই বাধ্যতামূলকভাবে তাদের অংশ জমা দিতে হয়। অন্যদিকে, অংশদানভিত্তিক নয় এমন প্রকল্পে শ্রমিকদের সরাসরি কোন টাকা জমা দিতে হয় না। অংশদানভিত্তিক প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে — এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসিওরেন্স স্কীম (ই এস আই অ্যাক্ট, ১৯৪৮) ও প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, ই পি এফ অ্যাণ্ড এম পি অ্যাক্ট ১৯৫২-র অধীনে রূপায়িত পেনসন ও ডিপোজিট লিঙ্কড্ ইনসিওরেন্স, কোল মাইনস প্রভিডেন্ট ফাণ্ড ও পেনসন স্কীম ইত্যাদি। অংশদানভিত্তিক নয় এমন প্রকল্পগুলি হচ্ছে— ডব্লিউ সি অ্যাক্ট, ১৯২৩-এর অধীনে ওয়ার্কমেনস্ কম্পেনসেশান স্কীম, ম্যাটারনিটি বেনিফিট স্কীম এবং এম বি অ্যাক্ট, ১৯৬১ ও পি জি অ্যাক্ট-এর প্রযত্নে গ্র্যাচুইটি স্কীমের প্রাপ্য টাকা।

(৬, ৭ ও ৮) অসংগঠিত ক্ষেত্রে নিযুক্ত শ্রমিকদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তিনটি কারণে এইসব প্রকল্পে প্রদত্ত সামাজিক সুরক্ষার সুবিধাগুলি থেকে বঞ্চিত ঃ

i) নিয়োগকর্তা বা মালিক এবং শ্রমিক-কর্মচারীদের সম্পর্কের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ প্রাতিষ্ঠানিক যোগসূত্রের অভাব;

ii) প্রচলিত আইনের আওতাভুক্ত হওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম শ্রমিক সংখ্যার অভাব। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান বা কারখানায় শ্রমিক সংখ্যা ২০ জনের কম, সেখানে শ্রমিকরা পি এফ আইন এবং যেখানে ১০ জনের কম সেখানে গ্র্যাচুইটি আইনের সুযোগ পাবে না। আবার যেসব সংস্থা বা কারখানা সারা বছর ধরে উৎপাদনে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ১০ বা তার বেশি হলে এবং যেসব সংস্থা বিদ্যুৎ ব্যবহার করে না, সেখানে শ্রমিক সংখ্যা ২০ বা তার বেশি হলেই একমাত্র ই এস আই আইন ও স্কীমের সুবিধা শ্রমিকরা পেতে পারে। ফলে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিক ই এস আই-এর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এর জন্য প্রধানত দায়ী পরিকাঠামোগত অপ্রতুলতা এবং তাদের অংশের আর্থিক দায় বহনে রাজ্য সরকারের অক্ষমতা। মাতৃত্বজনিত কারণে সুবিধাসূচক আইন (ম্যাটারনিটি বেনিফিট এ্যাক্ট) খনি, কারখানা, সার্কাস শিল্প, বাগিচা, দোকান ও প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এবং এখানেও বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী ও ব্যবহারকারী নয়, এমন কারখানা যেখানে যথাক্রমে ১০ ও ২০ জনের কম শ্রমিক নিযুক্ত, তারা রেহাই পেয়ে গিয়েছে। পি এফ আইনের সম্প্রসারণ সরকারি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীল।

"উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হল, বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা আইনের আওতায় গৃহকর্মে নিযুক্ত কর্মী, স্বনিযুক্ত ব্যক্তি, দরিদ্র-ক্ষুদ্র-মাঝারি-প্রান্তিক চাষীদের অধীনে কর্মরত কৃষিশ্রমিক ও অন্য সমস্ত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদেরও বর্তমান সামাজিক সুরক্ষা আইনের আওতায় নিয়ে আসা দরকার। কাজেই সংশ্লিষ্ট আইনগুলিকেও সেইমত সংশোধন করতে হবে এবং সেইসব আইন সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও কারখানায় — যেখানে শ্রমিকের সংখ্যা কত, মালিক-শ্রমিকের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ না অপ্রত্যক্ষ, ঘনিষ্ঠ না দূরের, স্পষ্ট না অস্পষ্ট, এসবের বিচার না করে — সর্বত্র প্রয়োগ করতে হবে।

আমরা বার বার দাবি করে এসেছি যে, সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পগুলির সম্পূর্ণ আর্থিক দায় নিয়োগকর্তা ও সরকারকেই নিতে হবে। সরকার আমাদের এই দাবি মেনে নেয়নি। এই দাবি পুনরায় উত্থাপন করার সাথে সাথে আমরা প্রস্তাব রাখছি, আমাদের এই নীতি রূপায়ণের কাজ উপরে উল্লিখিত অসংগঠিত ক্ষেত্রকে দিয়েই শুরু করা হোক।

গৃহকর্মে নিযুক্ত কর্মী, স্বনিযুক্ত ব্যক্তি, বেকার ও কৃষিশ্রমিকের জন্য সামাজিক সুরক্ষার যাবতীয় সুবিধাসহ একটি স্বতন্ত্র বিধিবদ্ধ প্রকল্প রচনা করতে হবে। রাজ্য সরকারকেই এই প্রকল্পের পূর্ণ আর্থিক দায়িত্ব নিতে হবে। শ্রমিকের কাছ থেকে এর জন্য কোনরকম টাকা নেওয়া চলবে না।

(৯) যদিও কেন্দ্রীয় সরকারি অর্থপ্রাপ্ত কয়েকটি সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি রয়েছে, কিন্তু সেগুলো রূপায়নের শ্লথগতি এবং রাজ্য সরকারগুলির দৃষ্টিভঙ্গির জন্য এর বেশিরভাগটাই কাজে আসে না। গৃহনির্মাণ কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্য কোন কল্যাণমুখী পদক্ষেপ এখনো পর্যন্ত নেওয়া হয়নি; কারণ, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, কোন পক্ষই এই স্তরে উপযুক্ত বডি গঠনে কোন সদর্থক পদক্ষেপ আজো নেয়নি।

(১১) কল্যাণমুখী অর্থপ্রকল্প, যা বিড়ি শ্রমিক ও অন্য কয়েকটি স্তরের শ্রমিকদের ক্ষেত্রে চালু আছে, পিতলের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকসহ অন্যান্য জীবিকায় নিযুক্ত শ্রমিকদের জন্যও তা চালু করতে হবে; কিন্তু সেই সাথে আমরা বলতে চাই, এই প্রকল্পকে কোনমতেই সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের অংশ হিসাবে দেখা চলবে না, বা সামাজিক সুরক্ষার সুযোগসুবিধা এর সাথে যোগ করে তাকে এক করে দেওয়া চলবে না, বা একে সামাজিক সুরক্ষার এক বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবেও দেখা চলবে না।

আমাদের সংগঠন ইউ টি ইউ সি লেনিন সরণীর দীর্ঘদিনের দাবি, কেন্দ্রীয় সরকারকে জাতীয় কর্মসংস্থান নীতি প্রণয়ন করতে হবে। কাজ পাওয়ার অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হবে। যতদিন পর্যন্ত সমস্ত বেকার মানুষের কাজের ব্যবস্থা না করা যাচ্ছে, ততদিন বেকারদের জন্য উপযুক্ত পরিমাণ বেকারভাতার ব্যবস্থা করতে হবে।

পরিশেষে, আমরা পরিষ্কার করে বলতে চাই যে, সামাজিক সুরক্ষার অধিকার, কাজের অধিকার চাকরির সুরক্ষার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যেভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ অপ্রতিহত গতিতে কমছে, যদি অবিলম্বে তাকে আটকানো না যায় এবং প্রচলিত জীবিকার সংরক্ষণ যদি সুনিশ্চিত করা না যায়, তবে সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে যাবতীয় কথাবার্তা, যাবতীয় উদ্বেগ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

বিষয়-৩ ঃ সরকারের বিলগ্নীকরণ নীতি

সরকারি মালিকানাধীন রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির মোট সম্পদের পরিমাণ ৩ লক্ষ ৪৫ হাজার ৭৯০ কোটি টাকা। এই সুবিশাল সরকারি ক্ষেত্র জনগণের টাকায় বহু দিন ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে।

লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় মাত্র ২০টি সংস্থায় ২০০০-০১ সালে লাভ হয়েছে ২৫ হাজার ৯৯৮ কোটি টাকা।

ডিভিডেণ্ড প্রদানকারী রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির মধ্যে শুধুমাত্র শীর্ষস্থানীয় ২০টি সংস্থাই এই বছরে ডিভিডেণ্ড দিয়েছে ৭ হাজার ৬৫১ কোটি টাকা।

২০০১ সালে ৩৮১টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার মিলিত আয় হয়েছিল বিশাল — ৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৬০০ কোটি টাকা।

এরা মিলিতভাবে ডিভিডেণ্ড দিয়েছে ১০ হাজার কোটি টাকার বেশি।

উপরোক্ত পরিসংখ্যান — "সরকারি 'নিয়ন্ত্রণে'র বিশেষ 'ধরণ' "...তদারকির নানা স্তর (সি এ জি, সি ভি সি ইত্যাদি ...)","... দ্রুত ও সময়মত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতায় ঘাটতি" (পৃঃ ২৬, প্যারা ১.৩) — এই সব যুক্তির ভিত্তিহীনতা ও অন্তঃসারশূন্যতাকেই প্রমাণ করে।

এই প্রসঙ্গে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের বাৎসরিক রিপোর্ট পুনরায় স্মরণ করা অত্যন্ত সময়োপযোগী হবে। সেখানে বলা হয়েছে, "...একথা বোঝা প্রয়োজন যে, সরকারি হাত থেকে বেসরকারি হাতে শুধুমাত্র মালিকানা হস্তান্তরের দ্বারাই আপন নিয়মে দক্ষতাবৃদ্ধির কোন প্রমাণ নেই। অন্যদিকে এমন কিছু প্রমাণ রয়েছে যা থেকে দেখা যায়, কতিপয় নির্বাচিত ক্ষেত্রে যোগ্য সরকারি মালিকানা বাইরের অর্থনীতিতে নানা মাপের ও নানা স্তরের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, যা বেসরকারি সংস্থার জন্য সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলে...।"

আলোচনাপত্র নিজেই স্বীকার করেছে যে, "...দীর্ঘস্থায়ী ও দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য যে সমস্ত শিল্পের বিকাশ অপরিহার্য, অথচ বেসরকারি ক্ষেত্র যে দায়িত্ব নিতে হয় অসমর্থ ছিল, অথবা নিতে চায়নি, সেইসব শিল্প বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সরকারি ক্ষেত্রের ওপর ন্যস্ত ছিল।" (পৃ ২৬, প্যারা ১.১)। "...দীর্ঘস্থায়ী ও দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য..." — এই কথাগুলিকে লক্ষ্য করুন। ঐ একই পৃষ্ঠায় ১.৩ প্যারায় প্রথম চার লাইনে যা বলা হয়েছে — যে কথাগুলো আমরা আগেই উদ্ধৃত করেছি, এই বক্তব্য কি তারই বিরোধিতা করছে না?

সরকারি ক্ষেত্রের ভূমিকা কি কিছুমাত্র পাল্টেছে? সংস্কার বা পুনর্গঠনের পরিস্থিতিতে বেসরকারি ক্ষেত্র কি প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে এগিয়ে আসছে? এটা কি ঘটনা নয় যে, শুরুতে, সংস্কারের অঙ্গ হিসাবে, বেসরকারি মালিকরা সরকারকে ব্যবসা থেকে সরে দাঁড়াতে হবে, এই দাবিতে সোরগোল তুলেছিল? এবং তারপর রীতিমত ডিগবাজি খেয়ে, সেই বেসরকারি মালিকরাই এখন দাবি করছে, সরকারকে পরিকাঠামো ব্যবসায় থাকতে হবে!

এটাই ঐতিহাসিক বাস্তব যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষ করে ১৯২২ সালের পর থেকে বিশ্বজোড়া ধ্বসে পড়া পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার করতে ব্যবসার জগতে সরকারি অংশগ্রহণের ধারণা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছিল। যুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব অর্থনীতিতে বিশাল মন্দার পরিস্থিতি এই ধারণাকে বাস্তবায়িত করতে সাহায্য করেছিল। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর — কি উন্নত, কি উন্নয়নশীল — প্রায় সমস্ত পুঁজিবাদী দেশেই সরকারি মালিকানাধীন শিল্প মাথা তুলেছিল।

সংস্কার ও পুনর্গঠনের এমনকি

ছয়ের পাতায় দেখুন

ইরাকের জনগণের লড়াই আমাদের সকলের লড়াই

(এস ইউ সি আই নেতা, অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহসভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী গত ১৯ থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি একটি যুদ্ধবিরোধী সম্মেলনে যোগ দিতে ইরাকের রাজধানী বাগদাদ যান। ঐ সম্মেলনের প্রাথমিক সংবাদ ইতিপূর্বে গণদাবীতে প্রকাশ করা হয়েছে। এরপর গত ৮ মার্চ, মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের একটি যুদ্ধবিরোধী সমাবেশে এবং ১১ মার্চ কমিউনাল হারমনি কমিটির একটি সভায়, কমরেড মানিক মুখার্জী ইরাক পরিস্থিতি নিয়ে কিছু বক্তব্য রাখেন। এই দুটি আলোচনার ভিত্তিতেই নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি গণদাবীর পক্ষ থেকে তৈরি করা হয়েছে।ং

গত ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ইরাকের রাজধানী বাগদাদে 'নন-অ্যালায়েণ্ড স্টুডেন্টস অ্যাণ্ড ইয়ুথ অরগানাইজেশন' আয়োজিত এক যুদ্ধ-বিরোধী আন্তর্জাতিক সেমিনারে আমি আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলাম। এই সম্মেলনটি এমন একটি সময়ে অনুষ্ঠিত হল, যখন যেকোনও মুহূর্তে আমেরিকার দ্বারা ইরাক আক্রান্ত হতে পারে, যেকোনও মুহূর্তে বোমাবর্ষণ শুরু হয়ে যেতে পারে। ফলে উদ্যোক্তাদের আশঙ্কা ছিল হয়তো সকলে আসবেন না, এলেও বিপদে পড়তে পারেন। এতদ্‌সত্ত্বেও ৩৬টি দেশের ৩৫৬ জন প্রতিনিধি এই সেমিনারে যোগ দিয়েছিলেন। আর জায়গা দিতে পারবেন না বলে উদ্যোক্তারা বাকি অনেকের আমন্ত্রণ ফিরিয়ে নিয়েছেন। সেমিনার উপলক্ষ্যে উপস্থিত প্রতিনিধিরা অনেক আলাপ আলোচনা করেছেন। যুদ্ধবিরোধী মিছিল হয়েছে, প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে।

ইরাকের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখার সময় প্রত্যয়ের সাথে বলেছেন, এই যুদ্ধে ইরাকের জনগণ শেষপর্যন্ত জয়ী হবেই। বিশ্বের দেশে দেশে মানুষ যুদ্ধের বিরুদ্ধে পথে নামছে। শ্রমিকরা যুদ্ধের সরঞ্জাম উৎপাদন বন্ধ করে দিচ্ছে। ফলে বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ আমাদের সাথে আছে, আমরা একা নই।

একটা বিষয় সকলকে বুঝতে হবে, ইরাকের শাসকশ্রেণী ও শাসকগোষ্ঠীর সাথে মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বন্দ্ব ও ইরাকের জনগণের সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বন্দ্বের চরিত্র এক ও অভিন্ন নয়। সাম্রাজ্যবাদীরা ইরাকের তৈলখনি দখল ও লুণ্ঠনের জন্য আক্রমণ করতে যাচ্ছে, ইরাকের বুর্জোয়াশ্রেণী নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থে তার বিরুদ্ধে লড়ছে, আর সেদেশের জনগণের মূল স্বার্থ হচ্ছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন ও দেশীয় পুঁজিবাদের শোষণ থেকে মুক্তি। ইরাকে ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া-শ্রেণীর, তাদের দল বাথ সোস্যালিস্ট পার্টির দেশের অভ্যন্তরে ভূমিকা অন্যান্য বুর্জোয়া দেশের মতই গণতন্ত্রবিরোধী, অত্যাচারী ও শোষণমূলক। এরা দেশের অভ্যন্তরে বহু গণতন্ত্রকামী ও কমিউনিস্টদের উপর অতীতে নিপীড়ন চালিয়েছে, অত্যাচারিত উপজাতিদের বিদ্রোহকে দমন করেছে। ফলে এইসব প্রশ্নে সাধারণ মানুষের স্বার্থের সাথে ইরাকের শাসক বুর্জোয়াশ্রেণী ও বাথ সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃত্বের স্বার্থের দ্বন্দ্ব আছে। কিন্তু এই মুহূর্তে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের বিরুদ্ধে সকলেই ঐক্যবদ্ধ। আজ বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা জনগণের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনগণের এই সাহস, তেজ ও বীরত্বের উৎস সেই দেশের শাসক শ্রেণী বা শাসক দল নয়, উৎস হচ্ছে জনগণের জ্বলন্ত দেশপ্রেম ও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা।

সেমিনারের বাইরে আমি সাধারণ মানুষের সাথে কথা বলেছি। তাদের মানসিকতা সম্পর্কে ধারণা নেবার জন্য প্রশ্ন করেছি, যদি আক্রমণ হয়, বোমা পড়ে, তবে তোমরা কী করবে ? তাঁরা উত্তরে বলেছেন, "বন্ধু, একটা কথা মনে রেখো, ইরাকের প্রতিটি মানুষ মনে করে, এ যুদ্ধে বুশকে পরাজিত হতেই হবে"। আমি বললাম, "এতো আবেগের কথা, শান্তিকামী মানুষের মনের জোরের কথা। এটা অবশ্যই চাই, কিন্তু বাস্তবে কিসের নিরিখে তোমরা এ কথা বলছো ?" তাঁরা বলেছেন, "শত্রুরা এমন একটি জীবন্ত মানুষও পাবে না, দেহে প্রাণ থাকতে যে সারেণ্ডার করবে। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে তারা দেশ রক্ষা করার চেষ্টা করবে।" ইরাক বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম তেল উৎপাদনকারী দেশ। অশোধিত তেল উৎপাদনে প্রথম। তৈলখনিগুলি সবই রাষ্ট্রায়ত্ত। সাম্রাজ্যবাদীরা এই বিশাল তৈল সম্পদ দখল করতে চাইবেই। এই যুদ্ধ তেলেরই জন্য। তাদের তেল চাই।

একথা ঠিক ইরাকের অভ্যন্তরে গণতন্ত্র নেই, একদলীয় ডিক্টেটরশিপ চলছে, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি স্বৈরাচারী ও গণতন্ত্র হত্যাকারী হচ্ছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, যে সকল দেশের স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও সার্বভৌমত্বের চরম শত্রু। ইরাকে কী ধরনের শাসন থাকবে, কাকে সরকারে রাখবে, সেটা সেই দেশেরই জনগণের সার্বভৌম অধিকার। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বা অন্য কেউ এখানে নাক গলাতে পারে না। অথচ যে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজ দেশে গণতন্ত্রের নামে মাল্টি ন্যাশনাল-মিলিটারি-ব্যুরোক্র্যাসির ডিক্টেটরশিপ চালু করেছে, দেশে দেশে সামরিক একনায়কতন্ত্র, স্বৈরাচারী শাসন এবং এমনকী মধ্যযুগীয় ফিউডাল মনার্কি রক্ষা করে চলেছে, সে এখন ইরাকে 'গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা'র ইজারা নিয়েছে এবং সেই দেশের নারী-শিশু ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করে চলেছে।

কনভেনশনে আমি বলেছি, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক আক্রমণের লক্ষ্য চারটি। প্রথমত, বিশ্ব অর্থনীতির চাবিকাঠি তেল দখল করা ; দ্বিতীয়ত, তেল দখল করার মধ্য দিয়ে দুনিয়ার উপর তার সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্য বজায় রাখা ; তৃতীয়ত, অর্থনীতির নানা ক্ষেত্রে জার্মান ও জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়ায় যুদ্ধের দ্বারা বিশ্বব্যাপী অস্ত্র বিক্রির ব্যবসায় মার্কিন আধিপত্য কায়েম রাখা ; চতুর্থত, 'ইসলাম বনাম খ্রিষ্টান সংঘাতে'র জিগির তুলে ছাঁটাই ও বেকারিতে জর্জরিত মার্কিন অর্থনীতির মূল সমস্যা থেকে মার্কিন জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করা এবং বিশ্বব্যাপী শান্তিকামী মেহনতি মানুষের ঐক্য ধর্মকে ভিত্তি করে ভেঙে দেওয়া।

সাম্রাজ্যবাদী এই যুদ্ধ প্রতিরোধ করার জন্য ইরাক সরকার নিয়ম করেছে, ১৮ বছরের উপর সমস্ত যুবককে ২ বছরের বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং নিতে হবে। মেয়েদের ক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক না হলেও ২০ শতাংশ মেয়ে এই ট্রেনিং নিয়েছে। ফলে যে মা হয়তো রান্না করছেন, বা একজন সাধারণ নাগরিক, তিনি প্রয়োজনে অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌ট গান দিয়ে যেকোন সময় শত্রুর যুদ্ধ বিমানকে ভূপাতিত করতে পারবেন। যুদ্ধ করলে এদের বিরুদ্ধে লড়তে হবে বুশকে। ফলে, আমার এই ধারণা দৃঢ় হয়েছে যে, ইরাকের লড়াইটা ওদের জনগণের লড়াই।

আমেরিকা ইরাকের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন অর্থনৈতিক অবরোধ জারি করে রেখেছে। ইরাক তেল বিক্রি করে নানা জিনিস কেনে। অবরোধের ফলে সে সুযোগ বন্ধ। ডলার বিনিময় বন্ধ। সরকারের মাইনে দেওয়ার টাকা নেই। মাইনেও খুব কম। আমাদের ভারতের অঙ্কে ১০০০-২০০০ টাকা। এই টাকায় ডালভাত খেয়ে বাঁচতে পারে না। আমি ১৮ ফেব্রুয়ারি বাগদাদে পৌঁছাই, ২১শে শুনলাম যে, সরকার ঘোষণা করেছে, '৬ মাসের রেশন

ছয়ের পাতায় দেখুন

বাগদাদ, ২৩ মার্চ, ২০০৩ ঃ দেশরক্ষায় অস্ত্র তুলে নিয়েছেন মায়েরাও।

আমেরিকার শিকাগো শহর ২১ মার্চ, ২০০৩ ঃ যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ মিছিল। আক্রমণে উদ্যত পুলিশবাহিনী

‘আমাদের সকলের লড়াই’

পাঁচের পাতার পর

তুলে নাও, সর্বত্র ট্রেঞ্চ কাটো, প্রস্তুত হও’। যুদ্ধ মানে দখলদারি। তেল সম্পদ চাই, খনির দখল চাই। ওরা বলেছে — আমরা জানি, আমেরিকা প্রথমে বোমা মেরে মেরে বসতি নষ্ট করবে, বহু মানুষকেও হয়তো হত্যা করবে। কেন জানো ? যাতে আমরা ভয় পেয়ে নতজানু হই। তা আমরা কখনই হবো না। তেলের দখল নেওয়ার জন্য মাটিতে নেমে যুদ্ধ ওদের করতেই হবে, সেখানেই ওরা জনগণের বাধার মুখে পড়বে।

এটা লক্ষণীয় ইরাকের শাসকগোষ্ঠী শুধু তৈল সম্পদকে রাষ্ট্রায়ত্ত রেখেছে তাই নয়, নিজ দেশের জনসমর্থনকে পক্ষে রাখার জন্য স্বল্পমূল্যে রেশন দেওয়া, বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা চালু এবং ফ্রি-চিকিৎসার সুযোগ এসব চালিয়ে যাচ্ছে।

আর একটা অভিজ্ঞতার কথা না বলে পারছি না। কনভেনশনের মধ্যে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে সরকারি দল বাথ পার্টির এক নেত্রী আমাদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেন। একজন বিদেশি প্রতিনিধি তাঁকে প্রশ্ন করেন — “ইরাকের উচিত ইসলামি রাষ্ট্রগুলির ঐক্যের জন্য উদ্যোগ নেওয়া, কিন্তু ইরাক তা নিচ্ছে না কেন ?” উত্তরে বাথ পার্টির প্রতিনিধি বলেন — “প্রশ্নকর্তার ধারণা ভুল। ধর্ম দিয়ে কোন দেশ হয় না, দেশ দাঁড়িয়ে থাকে জাতির পরিচয়ে।” তিনি আরও জানালেন — “আজ দুনিয়ার দেশগুলি দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত, একটি গোষ্ঠী যুদ্ধের পক্ষে, অপরটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে।” আমাদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দলের প্রতিনিধি খালেকুজ্জামান। ইরাকের সেক্যুলারিজমের প্রশ্নে তাঁর খুব কৌতূহল। বাথ পার্টির প্রতিনিধি বললেন, ইরাকে রাষ্ট্র, সরকার, রাজনীতি ও প্রশাসন পরিচালনায় ধর্মের কোন স্থান নেই। ধর্ম এখানে ব্যক্তিগত বিষয়। এই নীতি তাঁরা খুব সযত্নে চর্চা করেন। বাগদাদ শহরেই আমরা ন’টি মন্দির দেখেছি, মসজিদও আছে, আবার যাঁরা কোন ধর্মেই বিশ্বাসী নন তাঁদের প্রতিও বৈষম্য নেই। এসব দেখে লজ্জিত হই এইজন্য যে, আমাদের ভারতবর্ষে এখন হিন্দুরাষ্ট্রের দামামা বাজানো হচ্ছে ; রাষ্ট্র, রাজনীতি, প্রশাসনকে সাম্প্রদায়িক সুরে বাঁধা হচ্ছে। দাঙ্গার বলি হচ্ছে কত মানুষ। ভারত-পাক বিরোধকে হিন্দু-মুসলিম বিরোধ হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। হিন্দুত্বের বিরুদ্ধে মুসলিম মৌলবাদীদের মুখেও শোনা যাচ্ছে ধর্মের জিগির।

ইরাকে আরও দুটি জিনিস আমরা দেখেছি ; তা হল প্রকাশ্যে মদ্যপান নেই এবং বিজ্ঞাপনে নারীদেহ প্রদর্শন নেই। মদের দোকান আছে, ঘরে খেতেও বাধা নেই, কিন্তু প্রকাশ্যে তা চলে না। সরকারি বা ধর্মীয় বাধার জন্য নয়। মানুষ এটা চায় না, তারা মনে করে এতে যুবসমাজের নৈতিক অধঃপতন হয়।

আর একটা ঘটনা উল্লেখ করব। একজন মহিলা প্রতিনিধির ফেরার জন্য আম্মান যেতে হবে প্রায় হাজার কিলোমিটার নির্জন মোটরওয়ে ধরে, তাঁর সঙ্গী নেই। ট্যাক্সিচালকের সঙ্গে সারা রাত নির্জন পথে যেতে তিনি ভরসা না পেয়ে আমার সাহায্য চান। আমি একজন স্বেচ্ছাসেবককে সমস্যাটা বলি। উত্তরে তিনি বলেন — “কোন ভয় নেই, চুরি ডাকাতি এখানে হয় না।” ভয়টা যে চুরি ডাকাতির নয়, ভয়টা নারীর নিরাপত্তার — সেটা স্বেচ্ছাসেবকের চিন্তাতেই আসেনি। আমি নিরাপত্তার প্রশ্নটা তুলতে তিনি বললেন — “কোন চিন্তা নেই, ড্রাইভার যদি বয়স্ক হন, তবে মহিলা যাত্রীকে মেয়ে ভাববেন, আর যদি তরুণ হন তবে মা বা বোন ভাববেন।” ইরাক পুঁজিবাদী দেশ, সমাজতান্ত্রিক নয় ; সেক্যুলারিজম, সেক্যুলার নীতিবোধ, নারীর মর্যাদা এও তো বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই কথা। প্রবল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামী মানসিকতার থেকেই আজও এইসব মূল্যবোধের চর্চা আছে শুনে ভালই লাগল। আমাদের দেশে প্রচার করা হচ্ছে — নৈতিকতা, মূল্যবোধের জন্য ধর্ম চাই। এ যে কতবড় ভুল, এ প্রচার যে উদ্দেশ্যমূলক, ইরাকে এলে তা বোঝা যাবে। রাষ্ট্রকে ধর্মের বাইরে রেখে মূল্যবোধের একটা কাঠামো তারা তৈরি করেছে জনগণের মধ্যে।

ইরাক প্রশ্নে ভারত সরকারের দ্বিচারিতার কথা আমাকে বলতে হয়েছে। আমি বলেছি, ভারতীয় শাসকদের মৌখিক যুদ্ধ বিরোধিতার উদ্দেশ্য হল — ইরাকের তেল এবং ইরাকের ব্যবসা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় তার দাদাগিরি। আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে বিশ্ববাজার বিশেষত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির বাজার দখল করার জন্য ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমঝোতা, আবার সমঝোতার আওতায় দ্বন্দ্ব — দুই-ই আছে। মুখে যুদ্ধ বিরোধিতার দ্বারা তারা দেখাতে চাইছে ইরাক মুসলিম দেশ হওয়া সত্ত্বেও তারা ইরাকের পাশে আছে। উগ্র হিন্দুত্বের ফলে খোয়া যাওয়া সংখ্যালঘু ভোট টানার লক্ষ্য থেকে তারা মুখে যুদ্ধ বিরোধিতা করছে, আবার নজর রাখছে যাতে মার্কিন বিরোধিতা তীব্র না হয়। এইভাবে দ্বিচারিতার মাধ্যমে বাজপেয়ি সরকার তাদের মার্কিন ঘেঁষা চরিত্র আড়াল করতে চাইছে।

ইরাকের গর্ব, দুনিয়ার মেহনতি মানুষের গর্ব ব্যাবিলন দেখতে গিয়েছিলাম। যাত্রাপথে ইরাকি শিশুরা নানা রঙে ছবি এঁকে আমাদের উপহার দেয়। যুদ্ধের আবহাওয়ায় কাটছে এদের শৈশব, ছবিতে দেখিয়েছে যুদ্ধবাজদের রোখার প্রস্তুতি। অপটু হাত, কল্পনার রং কিন্তু প্রত্যয়টা বাস্তব।

ইরাকে আমি স্পষ্ট বলেছি, ভারত সরকারের মৌখিক যুদ্ধবিরোধিতা আর দুশো বছর সাম্রাজ্যবাদবিরোধী লড়াইয়ের ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ভারতীয় জনগণের যুদ্ধ বিরোধিতা — এক নয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, আমেরিকার ক্ষেত্রেও এটা সত্য। ইরাক আক্রমণের প্রশ্নে সাম্রাজ্যবাদীরা স্পষ্ট দু-ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে এই বিভক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে ঠিকই, কিন্তু এর পিছনে রয়েছে তাদের নিজ নিজ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ। আমরা বলেছি, ব্রিটেন, ফ্রান্স বা জার্মানির জনগণ সহ সকলকেই বুঝতে হবে সাম্রাজ্যবাদই যুদ্ধের জন্মদাতা, যতদিন সাম্রাজ্যবাদ থাকবে ততদিন যুদ্ধের বিপদ থাকবেই। কাজেই দেশে দেশে স্বদেশের শোষকশ্রেণী ও সাম্রাজ্যবাদবিরোধী সংগ্রামগুলিকে সংযোজিত করতে হবে। বিশ্বব্যাপী এই লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু এখন ইরাক, ইরাকের জনগণের লড়াই, আমাদের সকলের লড়াই।

২০ মার্চ দিল্লীতে এস ইউ সি আই-এর যুদ্ধবিরোধী মিছিল

২০ মার্চ কেরালায় কুশপুত্তলিকা জ্বালিয়ে এস ইউ সি আই-এর যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ

২০ মার্চ, ২০০৩ কলকাতায় এস ইউ সি আই-এর যুদ্ধবিরোধী মিছিল। মিছিলে নেতৃত্ব দেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ও অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ

ধর্ষণের অভিযোগে

উত্তাল পুরুলিয়ার বান্দোয়ান

বান্দোয়ান থানার ধাধ্কা গ্রামের ২০/২২ বছরের যুবতী সমীরণ বিবির ওপর নিয়মিত শারীরিক অত্যাচার চালাতো পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ধনু রজক। মা, মেয়ে এবং ভাইকে নিয়ে সংসার, অতি কষ্টে সংসার চলতো। ধনু তা লক্ষ্য করে এবং সমীরণকে ১৩ বছর বয়সেই কুপ্রস্তাব দেয়। আতংকিত সমীরণ তা প্রত্যাখ্যান করে, কিন্তু গত আগস্ট '০২ থেকে ধনু প্রতি রাত্রে তার বাড়ি যায় এবং ভীত সন্ত্রস্ত সমীরণকে ধর্ষণ করে। তার মা-ও বিষয়টি ধরতে পারে এবং ধনুকে এই অত্যাচার না চালানোর জন্য অনুরোধ জানায়। কিন্তু ধনু সমীরণ এবং তার মাকে বলে, কাউকে যদি এখবর জানানো হয়, তাহলে দুজনকেই খতম করে দেওয়া হবে। গ্রামে একটিই মুসলিম পরিবার, বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা এমনিতেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সি পি এম-এর সভাপতির এই অত্যাচার। দুর্বিষহ অবস্থায় যখন দিন কাটছে তাদের, সেইসময় এগিয়ে এসেছিলেন পাড়ার বৃদ্ধ 'রাম দাদু' — রামগুঞ্জন সিং সর্দ্দার। সমীরণ তাঁকে মন খুলে বলেছিল দুঃখের কাহিনী, এমনকি স্বামীর তাকে ত্যাগ করার কারণও ঐ ধনু রজক — সে কথাও জানিয়েছিল রামবাবুকে। রামবাবুই বিষয়টি জনসমক্ষে নিয়ে আসেন, প্রতিটি মানুষ এগিয়ে আসেন এর প্রতিবাদে। দলমত নির্বিশেষে ধনু রজককে গ্রেপ্তারের দাবিতে কয়েক হাজার মানুষের সমাবেশ হয় বান্দোয়ানে গত ১৭ মার্চ। তারপর থেকেই চলছে লাগাতার আন্দোলন। ২৪ ঘন্টা সময় দিয়েছেন আন্দোলনকারীরা, না হলে 'বন্ধ' হবে লাগাতার। সমীরণকে নিয়ে এক প্রতিনিধি দল গত ২১ মার্চ জেলা এস পি'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং ধনু রজককে গ্রেপ্তার ও সমীরণের নিরাপত্তার দাবি তোলে। এই প্রতিনিধি দলের মধ্যে ছিলেন কমরেড প্রণতি ভট্টাচার্য, শ্রী নীলকমল মাহাতো এবং রামগুঞ্জন সিং সর্দার। ২৩ মার্চের মধ্যে ধনুকে গ্রেপ্তার করা না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুমকি দিয়েছেন বান্দোয়ানের দলমত নির্বিশেষে সমস্ত মানুষ।

ভারতীয় শ্রম সম্মেলন

চারের পাতার পর

দশ বছর পরেও ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায় নানা মাত্রায় সরকারি ক্ষেত্র এখনও চালু রয়েছে; পশ্চিম ইউরোপের সরকারি মালিকানাধীন সংস্থাগুলি ভারতের বাজারে তাদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছে। গ্রেট ব্রিটেনে বি-রাষ্ট্রীকৃত রেলব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে।

প্রকৃতপক্ষে, এসত্য সন্দেহাতীত-ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, ব্যবসায়িক কর্মকাণ্ডে সরকারের পৃষ্ঠপোষক ভূমিকা ছাড়া সরকারি বা বেসরকারি ক্ষেত্র নিজেকে টিকিয়ে রাখতে সম্পূর্ণ অক্ষম।

সরকারের মূল, ভারী ও পরিকাঠামো শিল্পে থাকতে হবে যাতে বেসরকারি মালিকানাধীন ভোগ্যপণ্যের শিল্প বিকাশের পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করা যায়। যেখানে দেশের মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যৎসামান্য এবং ক্রমবর্ধমান বেকারির ফলে এই ক্ষমতা আরো কমছে, সেখানে সরকার জনগণের টাকা নিয়ে বেসরকারি শিল্পদ্রব্যের মূল ক্রেতা ও মজুতকারীতে পরিণত হয়েছে।

অর্থনীতির ওপর কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে এবং পর্যায়ক্রমিক অস্থির অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রচেষ্টা চালাতে সরকারি ক্ষেত্রই সরকারের হাতে একমাত্র হাতিয়ার।

রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিলগ্নীকরণ সরকারকে এই অত্যাবশ্যক হাতিয়ার থেকে বঞ্চিত করছে।

এই পরিস্থিতিতে, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রগুলির বিলগ্নীকরণকে আমরা সঠিক অর্থনৈতিক ভাবনা বলে মনে করি না। এমনকি সরকারও এই প্রশ্নে বিভক্ত ও দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে হচ্ছে। খোদ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার মধ্য থেকেই এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য মধ্যপর্যায়কালীন পর্যালোচনার দাবি উঠেছে।

সংক্ষেপে, এই আলোচনার মধ্য দিয়ে, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিলগ্নীকরণের বিরুদ্ধে আমাদের সার্বিক বিরোধিতাকে আমরা নথিভুক্ত করছি। বিলগ্নীকৃত রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প বিক্রির টাকায় নতুন উৎপাদন ইউনিট গড়ে তুলে তা পুনর্বিনিয়োগ করার পরিবর্তে সরকার যেভাবে অনুৎপাদক খাতে সেই টাকা ব্যয় করছে, সে সম্পর্কেও আমরা আমাদের অসম্মতি জানাচ্ছি।

(সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ২-৩ সেপ্টেম্বর ২০০২)

৯ শতাংশ অতিরিক্ত ভাড়া মালিকরা আগে ফেরৎ দিক

বছর ঘোরার আগেই আবার একদফা বাসভাড়া বৃদ্ধির ঘোষণা করেছেন পরিবহনমন্ত্রী। এবারেও অজুহাত সেই একই — তেলের দাম বৃদ্ধি। পরিবহনমন্ত্রী বলেছেন গড়ে দশ/বারো শতাংশ ভাড়া বাড়বে। যথারীতি বাসমালিকদের সঙ্গে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে এক দফা বাস ধর্মঘট ও তা প্রত্যাহারও হয়ে গিয়েছে।

পরিবহন মন্ত্রী স্মরণ করুন গত বছর অস্বাভাবিক বেশি হারে ভাড়া বাড়ানোর সময় তিনি বলেছিলেন, ভাড়া এমনভাবে তিনি বাড়িয়েছেন যাতে ভবিষ্যতে তেলের দাম বাড়লেও বাসের ভাড়া না বাড়াতে হয়। তাছাড়া তিনি বলেছিলেন, যে ১৫ শতাংশ ভাড়া তিনি বাড়িয়েছেন তার মধ্যে ৬ শতাংশ বৃদ্ধি হচ্ছে তেলের দাম বাড়ার জন্য এবং ৯ শতাংশ বৃদ্ধি হবে যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য। আমরা তখনই দেখিয়েছিলাম, যেসব স্টেজে যাত্রী বেশি, সেসব ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার ২৫ থেকে ৩৩ শতাংশ। সেক্ষেত্রে যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য ১৯ থেকে ২৭ শতাংশ থাকার কথা।

সে যাই হোক্, ভাড়াবৃদ্ধির পর যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য যে এতটুকুও বাড়েনি তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। নিয়ম অনুযায়ী (ক) বাস-মিনিবাসে বসার জন্য কমপক্ষে ১৫ × ১৫ ইঞ্চি জায়গা থাকার কথা, (খ) এক আসন থেকে অন্য আসনের দূরত্ব কমপক্ষে ১১ ইঞ্চি থাকার কথা, (গ) দু'সারি আসনের মাঝখানের গ্যাংওয়ে ১৫ ইঞ্চি থাকার কথা, (ঘ) পা-দানি মাটি থেকে ১৭ ইঞ্চির বেশি হবেনা। (আনন্দবাজার, ১৯/১২/০২) অন্যান্য স্বাচ্ছন্দ্য দূরে থাক কেবল বাসে ওঠার সিঁড়ির অস্বাভাবিক উচ্চতাটা পর্যন্ত পরিবহনমন্ত্রী কমাতে পারেননি বা তার চেষ্টাও করেননি। যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য-বৃদ্ধির নামে মাসের পর মাস বাসমালিকেরা যে বাড়তি টাকাটা পকেটে পুরেছে, নতুন করে ভাড়াবৃদ্ধির কথা ভাবার আগে, অন্যায়ভাবে আদায় করা সেই টাকাটা যাত্রীদের ফেরত দেওয়ার ব্যবস্থা পরিবহনমন্ত্রী করবেন কি?

চোঁয়া হাসপাতালে অবিলম্বে ডাক্তার নিয়োগের দাবিতে আন্দোলনের জয়

মুর্শিদাবাদ জেলার হরিহরপাড়া থানার চোঁয়া হাসপাতালে অবিলম্বে ডাক্তার নিয়োগ, ইনডোর চালু, নতুন ভবনের উদ্বোধন ইত্যাদি নানাবিধ দাবিতে ২০ মার্চ এলাকার পাঁচ শতাধিক মানুষ সারাদিন অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন। উপস্থিত রোগীরাও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই বিক্ষোভে যোগ দেন।

দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে হাসপাতালে ডাক্তার না থাকায় চোঁয়া-মালোপাড়া অঞ্চলের শত শত রোগীর সমস্যা হচ্ছিল। স্বভাবতই এলাকার মানুষ ক্ষুব্ধ হচ্ছিলেন। এ ব্যাপারে 'হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি' এগিয়ে আসে। কমিটির হরিহরপাড়া থানা শাখার সম্পাদিকা পূর্ণিমা কর্মকারের নেতৃত্বে গঠিত হয় 'চোঁয়া হাসপাতাল ও জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি'। এই কমিটির পক্ষ থেকে উল্লিখিত দাবিগুলি নিয়ে বি এম ও এইচ, বি ডি ও, সি এম ও এইচ-কে বারবার গণস্বাক্ষর সহ স্মারকলিপি পেশ করা সত্ত্বেও কোনও ফল হয়নি। এই অবস্থায় ২০ মার্চ জনস্বাস্থ্য রক্ষা কমিটি হাসপাতালে অবস্থান-বিক্ষোভের কর্মসূচি গ্রহণ করে, যা কার্যত জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত ঘেরাও আন্দোলনে পর্যবসিত হয়। এস ডি ও আন্দোলনকারীদের সাথে আলোচনায় বসেন। সি এম ও এইচ আগামী সাত দিনের মধ্যে চোঁয়া হাসপাতালে ডাক্তার নিয়োগ করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

রাজ্য বাজেটে পরিসংখ্যানের কারচুপি ও মিথ্যাচার

তিনের পাতার পর

পড়েছে। সেটা বললে এ রাজ্যে কর্মসংস্থানের আসল চেহারাটা পরিষ্কার হয়ে যেত। কিন্তু অর্থমন্ত্রী না বললেও সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী বেকারের সংখ্যার দিকে তাকালেই তা খানিকটা ধরা পড়ে। রাজ্য সরকারের হিসাবে ২০০১ সালে বেকার সংখ্যা ছিল ৬১ লক্ষ ২২ হাজার। ২০০০ থেকে ২০০১ সালে শুধু এক বছরেই বেকার বেড়েছে ২ লক্ষ ২২ হাজার। এই চিত্রটিকে আড়াল করে কর্মসংস্থানের ঘোষণা করা কি জনগণকে বিভ্রান্ত করা ও ধাপ্পা দেওয়া নয়?

এ বছরে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের বাজেট যে বেসরকারীকরণের বাজেট, আমাদের দল তা দেখিয়েছে। সি পি এম বলে তারা বেসরকারীকরণের বিরোধী, অথচ বাজেটে তারা সরকারি মূলধনী ব্যয় কমিয়ে দিয়েছে। গত বছর এই খাতে ১৮৮৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করার পর তারা তা ছেঁটে সংশোধিত বরাদ্দ করেছিল ১২০৩ কোটি টাকা। এবছর আরও কমিয়ে ১০৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। অথচ অর্থমন্ত্রী বলেছেন রাজ্যের মোট উৎপাদন বৃদ্ধির হার ৭.৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৮ শতাংশ হবে। কী করে হবে? সরকার যদি মূলধনী খাতে ব্যয় কমিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধির কথা বলে তবে বুঝতে হবে তারা পুরোপুরি নির্ভর করছে বেসরকারি বিনিয়োগের ওপর, যেমনটা এবারের বাজেটে করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বামফ্রন্টের বহুঘোষিত বিকল্পনীতির এই হল আসল চেহারা।

অর্থমন্ত্রীর বিকল্প অর্থনীতি শুধু কথায়

রাজ্যের অর্থমন্ত্রীর একটি প্রিয় বাক্যবন্ধ হল "বিকল্প অর্থনীতি"। সর্বদাই কেন্দ্রের উদারনীতি, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে তিনি "বিকল্প" প্রস্তাব দেন। প্রশ্ন হল এবারের বাজেটে তিনি কোন্ বিকল্প পথে হেঁটেছেন?

আর্থিক সংকটের অজুহাতে কংগ্রেস বা বিজেপির মতোই সি পি এম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার কী করেছে? তারা ভূমিরাজস্ব, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন ফি, পেট্রল-ডিজেলের উপর সেস, কোর্ট ফি ইত্যাদি বাড়িয়েছে বেপরোয়া হারে, যা থেকে সরকার ৪৫০ কোটি টাকা তুলবে। এক সময়ে তুলে দেওয়া চুঙ্গি কর এবার তারা নতুন করে চালু করেছে, যা জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্যকে আরও বাড়াবে। এবছর রাজ্য সরকার ঢালাও মদের দোকানের লাইসেন্স দেবে রাজস্ব বাড়াতে। নানা পরিষেবার চার্জ ও ফি বাড়িয়ে তুলবে ৫০ কোটি টাকা। সর্বমোট বাজেটে তারা নতুন কর বসাচ্ছে ৮২৫ কোটি টাকা যার সবটাই আদায় হবে গরিব ও মধ্যবিত্তের ঘাড় ভেঙে, অন্যদিকে ব্যয় কমানো হয়েছে শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিবহনে — অর্থাৎ বিকল্প কোন পথে নয়, বামফ্রন্ট সরকার বাজেটে কংগ্রেস-বিজেপির পথেই হেঁটেছে।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ৩২ সংখ্যা

খুনী শিশুঘাতী বুশ-ব্লেয়ার

মার্কিনী বোমায় আহত ইরাকী শিশু *ছবি ঃ হিন্দুস্তান টাইমস*

একের পাতার পর

কিন্তু ইরাকের ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের চাপানো ১২ বছরের আর্থিক অবরোধের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ইরাকের জনগণের হয়েছে। ওষুধের অভাবে, খাদ্যের অভাবে, অস্ত্রের বিষক্রিয়ায়, মাঠে-ঘাটে পড়ে থাকা বোমার আচমকা বিস্ফোরণে হাজার হাজার স্বদেশবাসীকে তারা তিলে তিলে মরতে দেখেছে। জীবনের এই নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা দিয়েই তারা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিশ্রুত স্বাধীনতার স্বরূপ চিনেছে। তাই আক্রান্ত ইরাকের জনগণের কথা যতটুকু সংবাদপত্রে প্রকাশ পাচ্ছে, সেখানে শোনা যাচ্ছে লড়াইয়ের শপথ। তারা বলছে, সাদ্দাম হুসেনের প্রতি আনুগত্য থেকে নয়, স্বদেশের প্রতি ভালবাসা থেকেই, নিজের দেশকে সাম্রাজ্যবাদীদের অধীনতা থেকে রক্ষার জন্যই আমরা লড়বো। আমাদের এই লড়াই আত্মরক্ষার, আমরা লড়তে লড়তে মরবো, কিন্তু আত্মসমর্পণ করবো না। দেশাত্মবোধের এই আগুন যদি সত্যই ইরাকের জনগণের মনে জ্বলে, তবে সন্দেহ নেই, অতি আধুনিক যুদ্ধযন্ত্র নিয়েও কঠিন প্রতিরোধের মুখে পড়তে হবে সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের।

সমগ্র দুনিয়ার স্বাধীনতাকামী, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী জনগণ আজ ইরাকের পাশে দাঁড়িয়েছে। আক্রমণ শুরু হওয়ার আগের দিনগুলিতেই শুধু নয়, পরেও বিশ্ব জনমত গর্জে উঠেছে প্রতিবাদে। খোদ আমেরিকা ও ব্রিটেনেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ মানুষ মিছিলে সামিল হচ্ছে। বিশ্বের প্রায় সকল দেশের রাজপথে যুদ্ধবিরোধী গণবিক্ষোভ এখন প্রতিদিনের ঘটনা। আরব দেশগুলি সহ আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার শাসকরা লাঠি-গুলি দিয়ে এই বিক্ষোভের মোকাবিলা করছে। সকল পুঁজিবাদী দেশের শাসকদের ভয় সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এই গণবিক্ষোভের মুখ স্বদেশীয় শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে ঘুরে যেতে পারে। আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিক্ষোভকারীদের উপর, লাঠিপেটা করেছে, গ্রেপ্তার করেছে ১০০০-এরও বেশি মানুষকে। এত মানুষের গ্রেপ্তার হওয়া স্মরণকালের মধ্যে আমেরিকায় ঘটেনি। তবুও বিক্ষোভ বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে প্রশাসন। দুনিয়াব্যাপী গণবিক্ষোভ প্রমাণ করে, বুশ-ব্লেয়ারের তুমুল মিথ্যা প্রচার দুনিয়ার মানুষকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি, নগ্ন আগ্রাসনকে 'ন্যায়যুদ্ধ' বলে বিশ্বাস করাতে পারেনি।

ওরা বলেছিল, ইরাকের হাতে মারাত্মক রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র আছে, যা ধ্বংস করতে না পারলে, বিশ্বে শান্তি থাকবে না। এজন্য ১২ বছর ধরে ইরাকে চাপানো রয়েছে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা, দফায় দফায় রাষ্ট্রসংঘের অস্ত্রপরীক্ষক দল ইরাকে গিয়ে অনুসন্ধান চালিয়েছে। কিন্তু কিছুই পাওয়া যায়নি এবং সেই রিপোর্টও রাষ্ট্রসংঘে পেশ করা হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য যখন ইরাক দখল করা, ইরাকের তেলভাণ্ডারের ইজারা মার্কিন-ব্রিটিশ তেল কোম্পানিগুলির হাতে তুলে দেওয়া, সেখানে 'সত্য' ও 'যুক্তি'র কোনও স্থান নেই।

আমেরিকার কর্পোরেট শকুনরা ইরাকের দিকে উড়বার জন্য ইতিমধ্যেই তৈরি। তেলভাণ্ডারের দখল যেমন চাই, তেমনই বিধ্বস্ত ইরাককে পুনর্গঠনের নামে সেখানে নতুন রাস্তা-ব্রিজ-স্কুল-হাসপাতাল-বাড়ি ঘর তৈরির ঠিকাদারিও চাই। কোন্ মার্কিন কোম্পানি এবং কার ঘনিষ্ঠ কোম্পানি সেটা হাতাবে, তার প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে শেষও হয়েছে। বুশ-চেনি-রামস্‌ফেল্ডরা কেবল নানা তেল কোম্পানির মালিকানার অংশীদারই নয়, এদের ও আরও অনেক মার্কিন প্রশাসনের মাতব্বরদের সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে অন্যান্য শিল্পের। ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির ঘনিষ্ঠ হ্যালিবার্টন কোম্পানি ইতিমধ্যেই ইরাক পুনর্নির্মাণের ঠিকাদারি হাতিয়েছে। টনি ব্লেয়ারের আশা, বুশের লেজুড়বৃত্তি করার বিনিময়ে তিনি ব্রিটিশ পুঁজির জন্য কিছু ঠিকাদারি পাইয়ে দেবেন।

ভারতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ব্ল্যাকউইল, বাজপেয়ি-আদবানি মারফৎ ভারতীয় একচেটে পুঁজিপতিদের সামনে যুদ্ধপরবর্তী ইরাকে ব্যবসা পাওয়ার লোভনীয় প্রস্তাব ইতিমধ্যেই ছুঁড়ে দিয়েছেন। ভারতীয় উপমহাদেশ অঞ্চলের সুপার পাওয়ার হিসাবে মার্কিন স্বীকৃতি পাওয়ার জন্য, বিশ্ববাজারে ভারতীয় পুঁজির ব্যবসার রাস্তা চওড়া করার জন্য মার্কিন ভজনার নীতি ভারত সরকার বহুদিন ধরেই অনুসরণ করছে। সেজন্য আমেরিকার সাথে তো বটেই, এমনকি, মধ্যপ্রাচ্যে মার্কিন মদতপুষ্ট খুনী ইজরায়েলের সাথেও ভারত নানা সামরিক চুক্তি করেছে। এর ওপর এসেছে যুদ্ধপরবর্তী ইরাকে ব্যবসা পাওয়ার প্রস্তাব। এজন্যই ইরাক প্রশ্নে 'মধ্যপন্থা'র নামে মুখে যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করে পরোক্ষে আমেরিকাকে সমর্থন করার লাইন নিয়েছে ভারত সরকার। ভারতীয় একচেটে পুঁজির মুনাফার স্বার্থে নির্লজ্জ মার্কিন ভজনার এই লাইন ভারত সরকার নিতে পারতো না যদি ভারতীয় জনগণের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী চেতনা ও ঐক্যকে ধরে রেখে আমাদের দেশে যুদ্ধবিরোধী বাম গণতান্ত্রিক আন্দোলন ব্যাপকভাবে গড়ে তোলা যেত। কিন্তু সি পি এম ও সি পি আই-এর মতো দলগুলির নেতৃত্ব সেই রাস্তায় হাঁটল না। লোকসভা, বিধানসভায় কিছু যুদ্ধবিরোধী প্রস্তাব নেওয়া ও কিছু মিছিলের মধ্যেই তারা তাদের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাকে আবদ্ধ রাখল।

এই অন্যায় যুদ্ধে ইরাকের বুকে ব্যাপক ধ্বংস ঘটবে, প্রাণ যাবে শত সহস্র সাধারণ মানুষের ; কিন্তু এই যুদ্ধ ইরাকের জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে ধ্বংস করতে পারবে না। তেমনই ইরাক আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশে দেশে যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের যে নতুন জোয়ার দেখা দিয়েছে, তার থেকে আগামী দিনে জন্ম নেবে আরও তীব্র সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলন যা সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শাসকদের আসন টলিয়ে দেবে।

সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন জুড়েও চলেছে ইরাকে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তুমুল বিক্ষোভের ঢেউ। ২৩ মার্চ গ্লাসগোতে বিক্ষোভ।

কেন্দ্রীয় কমিটির বিবৃতি

একের পাতার পর

সাথে বাণিজ্যিক, কূটনৈতিক ও সামরিক সকল সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্যও ভারত সরকারের কাছে দাবি জানিয়েছেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা অবিলম্বে ইরাক ছেড়ে চলে না গেলে আমেরিকান ও ব্রিটিশ দ্রব্য সর্বাত্মক বয়কট করার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত হতেও দেশের জনগণের প্রতি কমরেড মুখার্জী আহ্বান জানিয়েছেন।

ঐ একই বিবৃতিতে তিনি দেশের সমস্ত বাম ও গণতান্ত্রিক দল ও সকল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তিকে উপরোক্ত জরুরি দাবিগুলি আদায়ের উদ্দেশ্যে অবিলম্বে শক্তিশালী গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য এগিয়ে আসতে আবেদন করেছেন।

ইরাকের জনগণের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করে কমরেড মুখার্জী আগ্রাসনকারীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য ইরাকি জনগণের প্রতি উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানিয়েছেন।

মার্কিন-ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নগ্ন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের জনগণ, বিশেষ করে আমেরিকা ও ইউরোপের জনগণ যেরকম বলিষ্ঠভাবে এগিয়ে এসেছেন তার জন্য কমরেড মুখার্জী তাঁদেরও অভিনন্দন জানান।

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net